International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-II, March 2017, Page No. 46-55
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

ভারতবর্ষের হস্তচালিত তাঁতশিল্প সংক্রান্ত বিতর্কে শান্তিপুর

চন্দন দাস
M.Phil Scholar, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, W.B., India

Abstract

Handloom industry is an ancient cottage industry in India as well as in the World and also there are different handloom centers in India providing unique characteristics by the weaving process and techniques. The design of Santipuri hand woven saris in West Bengal had special characteristics by its process of weaving. So, my study is focuses on the ongoing debate on handloom industry specially in India and West Bengal and also I want to see those debates are how much suitable to the industry or I want to rethink Santipuri handloom industry on the basis of such arguments.

Key Words: Deindustrialization, Structure, State and the handloom industry.

ভূমিকা: তাঁতশিল্প সমগ্র বিশ্বে প্রাচীনত্বের স্বীকৃতি বহন করেছে। প্রাচীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতায়[1] তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের পরিচয় মেলে, ক্রমে প্রাচীন ও মধ্য যুগ অতিক্রম করে বর্তমান এই আধুনিকতর ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়েছে এবং অন্যতম নির্ভরযোগ্য পেশা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। হস্তে উৎপাদিত শিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্পের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলতই উক্ত শিল্প বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি ও ধারা অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করেছি।বিশেষত ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ ও স্বাধীনোত্তর সময় কালের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। উপরিউক্ত বিষয়ের আলোচনায় কয়েকজন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও অর্থনীতিবিদের ভারতবর্ষ তথা বাংলার হস্তচালিত তাঁতশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং এই সুবিদিত হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উত্থান বা পতনের ধারা বিশ্লেষণ করলে আমার গবেষণার সুবিধে হবে। যদিও হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষ সুখকর না হলেও বিদ্যুৎচালিত তাঁতের ক্রমাগত বৃদ্ধি ‘শিল্পায়নকে’ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দার করায়।

শিল্পায়ন বনাম অবশিল্পায়ন: শিল্পায়ন হল বিশেষ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যেখানে মানবগোষ্ঠী কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয় ও ব্যাপকভাবে পুনঃসংগঠনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে উৎপাদনমুখী করা হয়। বিশেষকরে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে[2] কৃষিভিত্তিক সমাজ দ্রুত ‘বৃহৎ উৎপাদনশিল্পমুখী’ হতে থাকে[3], অর্থাৎ ভারীশিল্পের দিকে অগ্রসর হয়।কিন্তু ঠিক বিপরীতে দেশীয় ক্ষুদ্র হস্তশিল্প বিশেষ করে তাঁত শিল্পের অবস্থার অবনতি হতে থাকে যা আমরা অধ্যাপক ডি. বি. মিত্রের “**Cotton**

[1] *http://www.india-crafts.com/textile/indian_handlooms*
[2] বিশেষ করে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ছিল বেশী।
[3] উক্ত শিল্পায়ন প্রক্রিয়াই একমাত্র উন্নতির দিশা কিনা সে বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে।

Weavers of Bengal[4]" শীর্ষক আলোচনায় আমাদের কাছে স্পষ্ট।অধ্যাপক মিত্র মনেকরেন শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে হস্তচালিত তাঁত প্রতিযোগিতা বিমুখ হয়ে পড়ে বাজারের চাহিদার সাথে না পেরে ওঠায়,ফল স্বরূপ মিলের ক্রম বৃদ্ধির পরিনতি পরিলক্ষিত হয়।বিশেষ করে বাংলায় হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ থাকলেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ নীতি হস্তচালিত তাঁতের বিকাশ ও স্থিতিশীলতায় সহায়ক ছিলনা।কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানীলাভের মাধ্যমে বাংলার শিল্প সামগ্রীর বাণিজ্য সুপ্রশস্ত করে তোলার দাবি থাকলেও পরবর্তীতে থমকে যায় শিল্প বিল্পব ও ইংল্যান্ডের যুদ্ধ মুখর পরিস্থিতিতে, বাংলার স্বনামধন্য মসলিন কাপড়ের রপ্তানি রুদ্ধ হয় ১৭৯৩ সালের ফ্রান্স গনবিপ্লবের ফলে[5]। তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি যে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী সময়ে বিশেষ করে মুঘল পর্বে হস্তচালিত তাঁতের বিশ্বব্যাপী সুনামের কথা। তাঁর "**Cotton Weavers of Bengal**" পুস্তকে একটি পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে "**Machine made product always suffer from handmade product**"। অর্থাৎ যন্ত্রে তৈরি দ্রব্য সব সময়ই হস্তে উৎপাদিত দ্রব্যের থেকে পিছিয়ে বাজারীকরনের নিরিখে।ফলে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষে যেহেতু শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ছিল প্রচ্ছন্ন ইউরপের তুলনায়, তাই তাঁর উক্ত মতামত এখানকার হস্তচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য।যদিও একটি তথ্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর মতামত বিশ্লেষণ করেছেন।

<u>বাংলার সুতি বস্ত্র রপ্তানি ও আমদানি</u>

বছর	সুতির দ্রব্য রপ্তনি (Rs)	সুতির দ্রব্য আমদানি (Rs)
১৮১৩-১৪	৫২৯১৪৫৮	৯০৭০
১৮১৬-১৭	১৬৫৯৪৩৮০	৩১৭৬০২
১৮১৯-২০	৯০৩০৭৯৬	১৫৮২৩৫৩
১৮২২-২৩	৮০০৯৭৩২	৬৫৮২৩৫১
১৮২৫-২৬	৫৮৩৪৬৩৮	৪১২৪১৫৯
১৮২৮-২৯	২২২৩১৬৩	৭৯৯৬৩৮৩
১৮৩১-৩২	৮৪৯৮৮৭	৪৫৬৪০৪৭

উৎস : S.C. Trevelyan: Report upon Inland Customs and Town Duties of Bengal Presidency, cited from Cotton Weavers of Bengal, D.B. Mitra

একথা পরিষ্কার যে তিনি উপরিউক্ত তথ্য ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে ১৮১৬-১৭ সাল থেকে বাংলার হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের রপ্তানি হ্রাস ও আমদানি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।এর ফল স্বরুপ বাংলার হস্তচালিত তাঁত শিল্পের পতন অবধারিত হয়েছে।বাজারের চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে অবশিল্পায়ন সূচিত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি নগরীকরন থেকে গ্রামিনীকরনে রূপান্তরের কথা বলেছেন হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ক্রমাবনতি প্রসঙ্গে।

---

[4] *Mitra, D.B. (1978),'The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833', FIRMA KLM PRIVATE LIMITED, CALCUTTA.*

[5] বাংলার সিল্কের আমদানি বাণিজ্যও ইংল্যান্ড বন্ধ করে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইতালি থেকে সিল্ক সুতা আমদানির মাধ্যমে।

অবশিল্পায়ন প্রসঙ্গে হামিদা হুসেন তাঁর "**Company Weavers of Bengal**[6]" শীর্ষক পুস্তকে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবনতির কথা বলতে গিয়ে বদ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে (Stagnant Production) দায়ি করেছেন[7]। ঔপনিবেশিকতার ফলশ্রুতিতে, ব্রিটিশদের বিনিয়োগ প্রক্রিয়া মূলত বস্ত্র বয়নশিল্প ও গৃহভিত্তিক উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁরা স্বল্প মজুরীতে তাঁতিদের বস্ত্র বয়নে বাধ্য করা ছাড়াও কঠোর নিয়ন্ত্রণে তাঁতিদের বদ্ধ করেছিল। তিনি অধ্যাপক মিত্রের সাথে একটু পৃথক মতামত প্রকাশ করে বলেন যে শুধুমাত্র বাজার ভিত্তিক চাহিদাই উক্ত শিল্পের পতনের কারণ নিদর্শনের পরিবর্তে উৎপাদন পদ্ধতির পুনঃবিন্যাসিত ধারার সাথে নতুন ধরনের চাহিদার সমার্থক হতে পারেনি।

অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় তাঁর "Artisans and Industrialization[8]" নামক পুস্তকে উভয়ের[9] ধারণার বেশ কিছু অমিল লক্ষ্য করা গেছে। উভয়েই হস্তচালিত তাঁতের ধারণা দিলেও অধ্যাপক রায় বলতে চেয়েছেন প্রধানত স্বল্প দক্ষতা (**Low Skill**) যুক্ত তাঁতশিল্পের অবনমন হয়েছে ঠিকই কিন্তু উচ্চ দক্ষতা (**High Skill**)[10] যুক্ত তাঁত বস্ত্র বয়ন যেখানে অনন্য দক্ষতার সাথে কারুকার্যের মাধ্যমে নির্দিষ্টতা প্রযুক্ত হয়,উক্ত তাঁত শিল্পের অবস্থা বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক, ফলে "**Deindustrialization**" বা "অবশিল্পায়ন"[11] কথাটি ভীষণভাবে অস্থায়ী ও নির্দিষ্ট। অধ্যাপক রায় গ্রামীণ ও শহরীয় হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনে দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করে দেখানোর চেষ্টা করেন যে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় স্বল্প দক্ষতা সম্পন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকার ফলে (নিচু শ্রেণী ও নিচু জাতির মধ্যে লক্ষণীয়) মিলে তৈরি বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অসমর্থ হয়েছে[12] এবং একথাও তিনি বলেছেন যে আধুনিক হস্তচালিত তাঁতশিল্প বিশেষ করে 'বিচ্যুতি' (**Displacement**), 'অতি স্বল্প কর্মসংস্থান' (Under Employment), 'স্বশোষণ' (Self Exploitation) কার্যকরী হয়েছে।

Douglas E. Haynes তাঁর "**Small Town Capitalism in Western India**[13]" নামক বইতে অধ্যাপক রায়ের সমালোচনামূলক "অবশিল্পায়নের"(**Deindustrialization**) ধারনাকে সমর্থন করে বলেন যে উক্ত প্রক্রিয়াকে খুব সহজে ব্যাক্ষা করা মুশকিল কারণ প্রক্রিয়াটি জটিল।ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে টেক্সটাইল শিল্পকেন্দ্র পত্তনের সাথে হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র কেন্দ্রগুলি সমস্যায় পড়ে পরিবর্তনশীল বাজার ও সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামোয় মানিয়ে নিতে না পারায়, উদাহরন প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিম ভারতে প্রথম ধারার শিল্পায়নের কথা উল্লেখ করেছেন,যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকেরা বৃহৎ আকারের বস্ত্র শিল্প কারখানা গড়ে তুলে শিল্পায়নের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। ফলে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা গেছে। যদিও এ মতামত অনেকাংশে হুসেন প্রদত্ত ধারণার সমার্থক।ফলে রীতিসিদ্ধ ও অরীতিসিদ্ধ শিল্প কাঠামোর নির্দিষ্টতা অনুধাবন প্রয়োজন হয়ে পড়ে,এমনকি উভয় কাঠামোয় পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপলব্ধিকরণও প্রাসঙ্গিক। ফলে

---

[6] *Hossain, Hameeda.(1988),'The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal, 1750-1813',Oxford University Press, Delhi.*

[7] অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে লক্ষণীয়।

[8] *Roy, Tirthankar.(1993),'Artisans and Industrialization: Indian Weaving in Twentieth Century', Oxford University Press, Delhi.*

[9] ডি. বি. মিত্র ও এইচ. হুসেন প্রদত্ত তথ্য অনুসারে।

[10] 'লেভেল অফ স্কিল' বিষয়টির সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে তাঁর মন্তব্যে।

[11] বিশেষ করে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পতন।

[12] যদিও গ্রামীণ ও শহরীয় ধারণা স্থিতিশীল নয়।

[13] *Haynes, Douglas. E.(2012),'Small Town Capitalism in Western India: Artisans, Merchants and The Making of The Informal Economy,1870-1960', Cambridge University Press, New York.*

অবশিল্পায়ন ও শিল্প কাঠামোর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান এবং ক্ষুদ্র হস্তচালিত শিল্প বিশেষ করে তাঁতশিল্পের কাঠামো ও প্রকৃতির ধারাও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

তাঁতশিল্পের কাঠামোগত চিত্র: অধ্যাপক অমিত বাসোলে তাঁর ভারতবর্ষের অরীতিসিদ্ধ শিল্পকাঠামো শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে ধ্রুপদী ধারনায় অর্থনৈতিক উন্নতির বীজ লুক্কায়িত আছে পুঁজিবাদী অত্যাধুনিক শিল্প কাঠামোর প্রসারে, তবুও রাষ্ট্র বা বাজার নিয়ন্ত্রিত সামাজিক একাধিপত্য যুক্ত 'অপুঁজিবাদী' শ্রমনিগুর শিল্প কাঠামো বিলুপ্ত হয়নি।ভারতবর্ষের সমাজ কাঠামোর মতো অর্থনীতিও দ্বৈত, অবশ্যই তা ঔপনিবেশিক সময় কালের অনুসারী।ঔপনিবেশিক দ্বৈত ভূমিকায় আধুনিক বা 'রীতিসিদ্ধ' ও 'অরীতিসিদ্ধ' বা গতানুগতিক কর্মকাণ্ডের তফাৎ ছিল স্পষ্ট(বাসোলে ও বাসু [14],২০১১)। 'অরীতিসিদ্ধ' কাঠামোয় কৃষক,কারিগর,ক্ষুদ্র কারিগর,ক্ষুদ্র বিক্রেতা ও গৃহ ভিত্তিক শিল্প প্রাতিষ্ঠানিকতা লক্ষণীয়, বিপরীতে 'রীতিসিদ্ধ' বা প্রধান শিল্প কাঠামোয় অধিক পুঁজি, দেশী বা বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক প্রতুলতা বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কাঠামোর সম্পূরক।বিশেষক্ষেত্রে যদি রীতিসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি অরীতিসিদ্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান কে চুক্তি বা উপচুক্তির মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে,সেখানেইবা উভয় ক্ষেত্রের পারস্পরিক বিন্যাস কেমন হবে তা বাসোলের মন্তব্যে স্পষ্ট নয়।

কর্মসংস্থানের নিরিখে অরীতিসিদ্ধ শিল্প ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।বিশেষ করে কৃষি,শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান[15] (Basole & Basu, 2011 থেকে গৃহীত) লক্ষণীয় যা "অসংগঠিত" বা "অরীতিসিদ্ধ"[16] শিল্প হিসেবে চিহ্নিত। উক্ত অরীতিসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এক সাথে ১০ জনেরও কম শ্রমিক লক্ষণীয়[17] এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারীভাবে অচিহ্নিত,কর অপ্রদায়ী ও নীতিগত, আইনী নিয়মতান্ত্রিকতামুক্ত (Basole,11)।

সেনগুপ্ত কমিশনের মতে (NCEUS 2007, Cited from Basole, 11) "অসংগঠিত ক্ষেত্র বিশেষ করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান অথবা গৃহ ভিত্তিক উৎপাদনক্ষেত্র যেখানে বিক্রয়, উৎপাদন ও পরিষেবা প্রদান ব্যক্তিগত বা ব্যাস্টিগত(<১০ কর্মী)সমষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত"। ফলে আইনী মর্যাদা,বাজারে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক আকৃতি অরীতিসিদ্ধ শিল্প বা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয় শর্ত।

অরীতিসিদ্ধ হস্তশিল্প কাঠামো

ক্রম	আনুপাতিক হার	নিযুক্তির সংখ্যা
স্ব বা নিজ প্রতিষ্ঠান নির্ভর	৮৫%	১ জন
প্রান্তিক পুঁজিবাদী	১০%	১-৫ জনের কম
ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী	৫%	৫-২০ জনের কম

উৎস : NSSO Report,2008 cited from Basole, 2011

উক্ত অরীতিসিদ্ধ শিল্পের কাঠামোগত বিশ্লেষণে বাসোলে সরকারী রিপোর্টকে (২০০৮) উধৃত করে বলেন ৮৫% উৎপাদন কাঠামো স্ব বা নিজ প্রতিষ্ঠান নির্ভর[18](**Petty Proprietorship**) ও বাকি ১০% Marginal Capitalist বা প্রান্তিক পুঁজিবাদী[19] ও ৫% Small Capitalist বা ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী[20] যথাক্রমে ১জন, <৬জন ও ৬

[14] *Basole, Amit; Basu, Deepankar.(2011),'Relations of Production and Modes of Surplus Extraction in India: Part II- 'Informal' Industry', Economic and Political Weekly.*

[15] ৯৩% NCEUS, 2009 অনুসারে।

[16] ভারত সরকার উল্লিখিত শব্দ এবং প্রথাগত ও সাধারণ নৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চিহ্নিত।

[17] অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা শ্রমিকের অভাবপূরণ করে।

[18] ১ জন কর্মী নিযুক্ত।

[19] কমকরে ১ জন - <৫ জন বেতনভোগী কর্মী।

- <২০জন কর্মী নির্ভর। উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রকগুলিকে অরীতিসিদ্ধ কাঠামোয় নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া হলেও নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে অন্যান্য কিছু বিষয়ও বর্তমান,যেমন যেই বেতনভোগী শ্রমিক, সেই আবার পারিবারিক তাঁতি হিসেবে স্ব বা নিজ উৎপাদনে নিযুক্ত আবার কখনো মহাজন সম্প্রদায়ের শোষণে শ্রেণী কাঠামোকে বিচিত্রায়িত করেছে।তাঁর মতে "**The importance of middleman declines with firm size**", অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হ্রাসপ্রাপ্তির সাথে সাথে মহাজন সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তিনি এও বলেছেন যে গ্রামীণ তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থাৎ ক্ষেত্রের আয়তন হ্রাসের সাথে সাথেই মহাজনের শোষণ বেড়েছে।

ফলতই তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী শ্রেণী বিশেষত শহরাঞ্চলে লক্ষণীয় গ্রামের তুলনায়। উপরিউক্ত আলোচনায় অধ্যাপক রায় ভারতবর্ষের তাঁতশিল্পের আঞ্চলিক বিভিন্নতাকে বিশেষ গুরুত্বের[21] পাশাপাশি গ্রামীণ ও শহরীয় বিভাজনের ধারার কথা বলেন যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ই একমাত্র উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে যুক্ত।ফলতই সমস্যায় পড়েছে নিজ বা স্বনিয়ন্ত্রণে থাকা উৎপাদক গোষ্ঠী।ফলে প্রশ্ন ওঠে কেন স্বনিয়ন্ত্রণে থাকা তাঁতি গোষ্ঠী উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে অসমর্থ হচ্ছে? শুধু তাই নয় অরীতিসিদ্ধ শিল্পকাঠামোয় থাকা প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী উৎপাদক গোষ্ঠীই কি বৃহত্তর পুঁজিবাদী টেক্সটাইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে? আর তাঁর প্রচ্ছন্ন মদতেই কি ব্যক্তিগত হস্তচালিত তাঁত শিল্পের পতন সূচিত হয়? ফলে মার্ক্সের ধারনায় প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধ হয়েছে।কারণ তিনি যেমন ছোট কৃষক থেকে পুঁজিবাদী কৃষকে পরিনত হওয়ার কথা বলেছেন, ঠিক সেরকমই ক্ষুদ্র বা ছোট শিল্প থেকে বৃহত্তর পুঁজিবাদী শিল্পে পরিবর্তনের ধারণাও পাওয়া যায় মার্ক্সের ক্যাপিটালে (Volume 1, Chapter 14-15, cited from Basole, 2011)।

এখন প্রশ্ন হল এই অরীতিসিদ্ধ কাঠামোয় তাঁতি কে?, উত্তর প্রসঙ্গে অধ্যাপক মিত্র তাঁতিদের প্রাথমিক বা খাঁটি শ্রেণী (**Pure Category**) বলতে চাননি। কারণ হিসেবে বলতে চেয়েছেন যে তাঁত বোনা মূলত গরম ও অতি আদ্র পরিবেশের পক্ষে সমার্থক এবং তা মূলত ১৩ই মে থেকে ১৪ই আগস্ট এর মধ্যে সীমাবদ্ধ[22]। ফলে বৎসরের বাকি সময়ে বিভিন্ন পেশার নিযুক্তির সম্ভাবনা লক্ষণীয়[23]। যদিও অধ্যাপক বাসোলে অরীতিসিদ্ধ শিল্পের তাঁতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বেতনভোগী শ্রমিক[24], অবেতনভোগী শ্রমিক[25], অসমান বিনিময়[26]। ফলে উক্ত উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী বেতনভোগী শ্রম তাঁতি সম্প্রদায় সত্যই খাঁটি সম্প্রদায় কিনা এবং নারী ও শিশু শ্রেণীর ভূমিকাই বা ঠিক কি, খাঁটি সম্প্রদায়ের সাথে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের শর্ত কি সে বিষয়গুলী বাসোলের বক্তব্যে স্পষ্ট নয়। শরদ চারি তাঁর '**Fraternal Capital**[27]' নামক গ্রন্থে তিরুপুরের[28] তাঁতশিল্পের প্রসারের

[20] >৫জন - <২০জন বেতনভোগী কর্মী।

[21] সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি নির্দিষ্ট তাঁত উৎপাদক ক্ষেত্রের পরিবর্তে আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও তাঁদের পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন,যেমন পূর্বাংশে ক্ষুদ্র তন্তুজীবী ও মহাজন সম্প্রদায়ের গুরুত্তের পাশাপাশি পশ্চিমাংশে বৃহৎ বস্ত্র কাঠামো প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন।

[22] মসলিন বস্ত্র উৎপাদন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

[23] কুলী,কৃষক ও কৃষি শ্রমিক প্রভৃতি।

[24] সরাসরি উৎপাদিত হয় অর্থাৎ তাঁতি যে পরিমান বেতন লাভকরে তা থেকে অধিক মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করে।

[25] মহিলা ও শিশুদের বেতনের পরিবর্তে সরাসরি শোষণ করা হয়।

[26] ক্ষুদ্র বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানে সরাসরি উৎপাদক কতৃক উদ্বৃত্ত প্রস্তুত হয় যা ক্ষুদ্র প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বা বড় বা খুচরো ব্যাবসায়ী আত্মসাৎ করে।

[27] *Chari, Sharad. (2004),'Fraternal Capital: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globalization in Provincial India', Permanent Black, Delhi.*

কারণ হিসেবে পুঁজি বা সস্তা শ্রমিক বা ঋণ প্রাপ্তি বা সহজলভ্য সুতা প্রাপ্তির পরিবর্তে **'Self-Made Men'** এর কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য, কারণ তাঁতি সম্প্রদায়ের অসম্ভব অকৃত্তিম পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বশোষণকে কার্যকরী করেছে। অর্থাৎ এই **'Self-Made Men'** কি খাঁটি তাঁতি সম্প্রদায়? সে প্রশ্ন ওঠে যা অবশ্যই বিবেচনাধীন।অধ্যাপক রায়ও শ্রেণী সম্পর্ক ও তাঁদের কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করলেও উক্ত তাঁতি সম্প্রদায় পিওর ক্যাটাগরি কিনা সে বিষয়ে নীরব থেকেছেন। ফলে হস্তচালিত তাঁতশিল্প রক্ষার্থে নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় রীতিসিদ্ধ ও অরীতিসিদ্ধ শিল্প বিভাজনে রাষ্ট্রের ভূমিকাই প্রধান।ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি ও তাঁর ধারাবাহিকতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে উক্ত শিল্পকাঠামো রক্ষার্থে।

রাষ্ট্র ও হস্তচালিত তাঁত শিল্প: রাষ্ট্রের ভূমিকা দ্বন্দ্ব মূলক তাঁতশিল্পের কাঠামোগত পর্যালোচনায় যা ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও অনুসারী ছিল। এই আলোচনায় উত্তর ঔপনিবেশিক সময় কালের বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও স্বাধীনতা পূর্ব সময় কালের তাঁতশিল্পে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাপক ডি. বি. মিত্র তাঁর **"Cotton Weavers of Bengal"** শীর্ষক পুস্তকে বলেন যে ব্রিটিশ শাসনকালে দেওয়ানীলাভের মাধ্যমে (১৭৬৫)[29] বাংলার তাঁতবস্ত্রের উন্নয়ন ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা স্বীকৃত হলেও পরবর্তী সময়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।পরবর্তী **'Charter Act 1813**[30]**'** দেশীয় শিল্পের অবস্থান প্রসঙ্গেও নীরব ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। অর্থাৎ শাসক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ সদর্থক ছিলনা।

যদিও অধ্যাপক রায় স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে হস্তচালিত তাঁতের বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের ভূমিকায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।তাঁতিদের পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র সামাজিক উৎপাদকগোষ্ঠী তৈরিতে উৎসাহ দিয়েছে ও রাষ্ট্র প্রচ্ছন্নভাবে উপরিউক্ত কাঠামোয় নিজেকে সংযুক্ত রেখেছে, তাঁতিদের সংযুক্তিকরণে এবং ব্যাঙ্ক ও তথ্য সহায়তা কেন্দ্রগুলি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পেয়েছে।ফলে মহাজন সম্প্রদায়ের একাধিপত্য কমেছে ও বাজারের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।কিন্তু অধ্যাপক রায়ের উক্ত সাম্যের দাবি কি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে এ প্রশ্নই উঠেছে প্রতিবার।

হস্তচালিত তাঁতের স্থায়ীকরণে ডি বি মিত্র ও এইচ হোসেন উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণের বিষয়ে কিছু না বললেও অধ্যাপক রায় রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে হস্তচালিত তাঁত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত বয়নে দ্রব্য পৃথকীকরণের কথা বলেন যদিও তা জটিল ধারণার পরিপূরক এবং অসাম্য রোখার জন্যে তাঁতশিল্পীদের প্রতি রাষ্ট্রের সমান নীতির সমালোচনা করেন।অধ্যাপক রায় মনেকরেন যে পাওয়ার লুম সুবিধে পাবে নাকি নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিষ্কার নয়। ফলে খুব সহজে কর্পোরেট জগতের অতি ক্ষমতাশীলগোষ্ঠীর কেন্দ্রীভবন ঘটেছে বস্ত্রবয়ন শিল্পে,এমনকি ক্ষুদ্র পাওয়ার লুম(<৪) ইউনিট এর ক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট নয়। এছাড়াও হস্তচালিত তাঁতশিল্প সংরক্ষণে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাইবা কি এবং তাঁতি সম্প্রদায়ের সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শুধু তাই নয় বর্তমান উদারনৈতিক কর নীতিতে হস্তচালিত তাঁত এমনিতেই পিছনের সারীতে অবস্থিত।যেখানে সকলের জন্য সমান নীতিই প্রযুক্ত কিন্তু বিশেষের জন্য বিশেষ নীতি প্রনয়ন

[28] শরদ চারি ভাতৃ সংক্রান্ত পুঁজিবাদের ধারণায় তিরুপুরের অপেক্ষাকৃত নতুন সৃষ্ট তাঁত শিল্প কাঠামোর কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে 'Knitwear' শিল্প প্রতিষ্ঠানে কৃষি শ্রমিক থেকে তাঁতশিল্প মালিকে রূপান্তরের কথা বলেছেন (transition from peasant workers to fraternal capitalist)।

[29] *Grant of the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company by the Great Mughal Shah Alam (1765).*

[30] *The East India Company Act 1813, also known as the Charter Act of 1813, was an Act of the Parliament of the United Kingdom which renewed the charter issued to the British East India Company, and continued the Company's rule in India.*

রাষ্ট্রের পক্ষে কতটা যুক্তিযুক্ত, সে প্রশ্নই অধ্যাপক রায় করেছেন। ফলে এই তথাকথিত 'গতানুগতিক' হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সংরক্ষণ কিভাবে সম্ভব হবে বা কিভাবে উৎকৃষ্ট প্রতিযোগী তৈরি করা যাবে তা অবশ্যই প্রশ্নের মুখাপেক্ষী এবং যান্ত্রিকীকরণের পরিবর্তে সস্তা শ্রমিকই একমাত্র পথ কিনা উক্ত কারিগরি হস্তশিল্পে নাকি পদ্ধতিগত উন্নতি ও উৎকৃষ্ট অভিযোজনের ফল হিসেবে কারিগরি নৈপুণ্য প্রকাশিত হবে তার উত্তর জানা প্রাসঙ্গিক।ফলে ভৌগোলিক ইঙ্গিত প্রদানই কি কারিগরি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের নিজস্বতা রক্ষা করবে, তা অবশ্যই বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অধ্যাপক বাসোলে তাঁর প্রবন্ধে (Authenticity, Innovation,and the Geographical Indication in an Artisanal Industry[31]) ঐতিহ্যগত জ্ঞান রক্ষার্থে ভৌগোলিক ইঙ্গিত (Geographical Indication)প্রদানের মাধ্যমে উক্ত জ্ঞানকে বিশ্ব বাজারের নিকটে আনার চেষ্টা করেছেন ঠিকই, অর্থাৎ জি. আই মূলত ঐতিহ্যবাহী 'সংস্কৃতির উৎপাদন' ও 'সংস্কৃতির উপলব্ধি' রক্ষার্থে সূচিত হয়েছে WTO[32] এর সহায়তায়। ফলে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য হলেও সুদূরপ্রসারী সমাধান সম্ভব কিনা সে বিষয়ে রয়েছে অনেক প্রশ্নচিহ্ন। অর্থাৎ রাষ্ট্র কি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষার কথা বলবে নাকি রীতিসিদ্ধ পুঁজি (Formal Capital) প্রদানের মাধ্যমে তথাকথিত পুঁজিবাদীদের (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুঁজিবাদী শিল্পগোষ্ঠী) পথ মসৃণ করবে? নাকি গতানুগতিক বা ঐতিহ্যগত ধারণার কথা বলে পরিবর্তনের ধারনাকে স্থিতিশীল করবে সে বিষয়গত ধারণা প্রাসঙ্গিক।

ফলতই উপরিউক্ত আলোচনায় শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্প এলাকার ক্ষেত্রে আলোচিত ধারণাগুলির যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক।

কেস স্টাডি : শান্তিপুর : উপরিউক্ত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি পর্যালোচনার ফল স্বরূপ প্রাপ্ত তথ্য ও দিকগুলিকে আমার নিজস্ব কেস স্টাডিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমার গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বাংলার তাঁতশিল্পের মধ্যে শান্তিপুরে অবস্থান নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে শান্তিপুরী তাঁতশিল্পকে চিহ্নিত করা প্রাসঙ্গিক হলেও এই পরিবেশনায় তা অনুপস্থিথ রেখে শান্তিপুরের বিস্তারিত বিবরন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রাথমিক ভাবে প্রাপ্ত কিছু সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে নদীয়া জেলার অন্তঃস্থিত শান্তিপুর অঞ্চলের (ব্লক ও পুরএলাকা সমেত) গৃহ ভিত্তিক হস্তচালিত তাঁত শিল্পের প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

শুভাশিস চক্রবর্তীর 'বাংলার তাঁতশিল্প[33]' নামক গ্রন্থ মতে শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। ১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া রাজ গৌর গণেশ দনু মর্দানদেবের আমলে বোনা শুরু হয়। ফলতই বেশ সুনাম ছিল এই তাঁতশিল্পের। অদ্বৈতাচার্যের (১৪৬০-১৫৮৮ খ্রিঃ) জীবনীমূলক পুঁথি 'অদ্বৈতমঙ্গলে' শান্তিপুরের বৈষ্ণব তন্তুবায়দের সম্পর্কে যানা যায়-

> " শান্তিপুরে যত ছিল তন্তুবায়
> আচার্য প্রাঙ্গনে আসি হরিগুন গায়"

যদিও নদীয়া রাজ রুদ্র রায়ের আমলে শান্তিপুরে তাঁতশিল্পের বিস্তার শুরু হয় ও সমগ্র বিশ্বে এখানকার শিল্পকর্মের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে হ্রাস বৃদ্ধির ধারা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

---

[31] *Basole, Amit. (2015),'*Authenticity, Innovation,and the Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi Sari',The Journal of World Intellectual Property.
Basole, Amit. (Oct. 2014),'The Informal Sector from a Knowledge Perspective', Yojana Journal.

[32] *Intellectual Property Right Act, 1999.*

[33] চক্রবর্তী, শুভাশিস (২০১৪), 'বাংলার তাঁত শিল্প - নদীয়া জেলার একটি সমীক্ষা', সেতু প্রকাশনী, কোলকাতা।

নদীয়া জেলার গৃহ ভিত্তিক শিল্পের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে একটি বৃদ্ধির ধারা স্পষ্ট হবে।আদমশুমারীগত সংজ্ঞায় গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পকে প্রক্রিয়াকরণ (Processing), তৈরী বা উৎপাদন (Manufacturing) ও পরিষেবাপ্রদান (Servicing) নির্দিষ্ট হয়েছে।ফলে স্বাধীনতার পর থেকে গৃহ ভিত্তিক হস্তশিল্পের অবস্থা বেশ উন্নত হয়েছিলো। এই জেলার প্রধান হস্ত গৃহশিল্প হিসেবে তাঁত শিল্পের নাম প্রতি বারই উঠেছে। আর হস্তশিল্প হিসেবে তাঁত শিল্পের বিকাশ ঘটেছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যা নিম্নোক্ত তথ্য থেকে লক্ষিনীয়। ১৯৭৩ সালের পি.সি.এ[34] অনুযায়ী গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পের অনুপাত ছিল ৫.৪০%, পরবর্তী দশকগুলিতে তা বেড়ে দাড়ায় ১১.৫০% (১৯৯১-৭.৭২%, ২০০১-১১.৫০%)। কিন্তু বিশেষ করে ২০০১ সালের পরে উক্ত অনুপাত কমে হয় ৯.১৮% (২০১১)।

নদীয়া জেলার গৃহভিত্তিক শ্রমিক

ভাগ	১৯৭৩	১৯৯১	২০০১	২০১১
মোট কর্মী	৫৫২৫৪৮	১১৩০১৯৭	১৪২৬৫৫৬	১৫৯৫৮৮০
গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক	২৯৮৬৪	৮৭২৯৪	১৮৪৪১১	১৬৯১৩৮
শতাংশ	৫.৪০	৭.৭২	১১.৫০	৯.১৮

উৎস : আদমশুমারি, ভারতবর্ষ ও পি.সি.এ, নদীয়া

আমার কেস স্টাডি হিসেবে শান্তিপুর ব্লক ও শান্তিপুর পুর এলাকা চিহ্নিত করেছি।নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে শান্তিপুরের গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পের পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে এবং উক্ত ধারা থেকে স্পষ্ট যে ২০০১ সালের আগে পর্যন্ত হস্ত শিল্পের বিকাশ দ্রুত হারে হলেও পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০১১ সালের পরিসংখ্যানে পতনের ধারা স্পষ্ট।বিশ্ব জোরা সুবিদিত নাম থাকলেও কিভাবে শান্তিপুরি তাঁত শিল্পের পতন অনিবার্য হল তা অবশ্যই আমার একটি সাধারণ গবেষণার বিষয়,পাশাপাশি ২০০৫ সালে শান্তিপুর জি আই সূচকে অন্তর্ভুক্তির পরেও এর অবস্থার ক্রমাবনতির কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হব এবং শান্তিপুরের গ্রামীণ ও শহরীয় বিভাজনের নির্দিষ্ট কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হব যা পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্ট।

শান্তিপুরের গৃহভিত্তিক শ্রমিক

ভাগ	১৯৭৩	১৯৯১	২০০১	২০১১
মোট কর্মী	৩৬৬৫৮	৮৮৪৪৫	১৩৩২০৩	১৭২১৬৬
গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক	৮৬৫৩	২৮৩৫৪	৫৮০৭৭	৫২৫৬৩
শতাংশ	২৩.৬০	৩২.৭৬	৩৮.১৯	৩০.৫৩

উৎস : আদমশুমারি,ভারতবর্ষ ও পি.সি.এ,নদীয়া

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শান্তিপুর অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরীয় অঞ্চলে গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পের ক্রমান্নতি দেখাগেলেও গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

শান্তিপুরের গ্রামীণ ও শহরীয় গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পের বছর ভিত্তিক তথ্য সমূহ

ক্রম	১৯৯১	২০০১	২০১১
মোট গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক	২৮৩৫৪	৫৮০৭৭	৫২৫৬৩

[34] *Primary Census Abstract.*

গ্রামীণ গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক	৯২০২	১৯৮৮১	১৩২২৩
শহরীয় গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক	১৯১৫২	৩৮১৯৬	৩৯৩৪০

উৎস : Census of India

উপরিউক্ত তথ্য থেকে পরিষ্কার যে ১৯৯১ সালের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০০১ সালে হস্তচালিত তাঁত সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গ্রামীণ ও শহরীয় কাঠামোয় বিপুল অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। ১৯৯১ সালে গ্রামীণ গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যা ৯২০২ থেকে বেড়ে ২০০১ সালে ১৯৮৮১ হলেও শহরীয় হস্তশিল্পের বিকাশ দ্রুত গতিতে লক্ষ্য করা গেছে। কারণ ১৯৯১ সালে শহরীয় হস্তশিল্প শ্রমিক সংখ্যা ১৯১৫২ থেকে ২০০১ সালে দিগুন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮১৯৬ হয়। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এটিই যে ২০০১ সালের পরে অর্থাৎ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গৃহ ভিত্তিক হস্তশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা শহরীয় কাঠামোয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও[35] গ্রামীণ এলাকায় উক্ত সংখ্যা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়[36]। সামগ্রিকভাবে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট গৃহ ভিত্তিক হস্তশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ও অনুপাত হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও শহরীয় হস্তশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে ২০০১ সালের আদমশুমারিগত আলোচনার থেকে।

সুতরাং একথা বলা সঙ্গত যে শান্তিপুরের মহাজনী শোষণে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ক্রমশ অবশিল্পায়ন হয়েছে এবং সেই স্থানে পাওয়ার লুম বা বিদ্যুৎচালিত তাঁতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে চাহিদা নষ্ট হয়েছে হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ির। অন্যদিকে শান্তিপুরের শহরীয় কাঠামোয় হস্তচালিত তাঁতির সংখ্যার স্থীরতা থাকলেও অর্থাৎ সংখ্যায় তুলনামূলক বেশী হলেও গ্রামীণ অঞ্চলে কমে যাওয়ার কারণ খাঁটি তাঁতি সম্প্রদায় না হওয়ায়। অর্থাৎ শান্তিপুরের গ্রাম্য অঞ্চলগুলিতে তাঁতিদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ হওয়ায় পার্শ্ববর্তী পেশা হিসেবে তাঁত বয়নকে গ্রহন করেছে। অন্য দিকে শহরীয় কাঠামোয় অন্যান্য পেশায় যাওয়ার প্রতিবন্ধকতায় প্রথম অবস্থা থেকেই খাঁটি তাঁতি হিসেবেই পরিচিত।ফল স্বরূপ শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ক্রমাবনতি লক্ষণীয় বিশেষ করে শহরীয় খাঁটি তাঁতশিল্প কাঠামোয়। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের তাঁতশিল্পের অবস্থাও সুখকর নয়, প্রধানত অপ্রধান পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও অবশিল্পায়নের প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্প।

References:

1. *Mitra, D.B. (1978),'The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833', FIRMA KLM PRIVATE LIMITED, CALCUTTA.*
2. Roy, Tirthankar.(1993), 'Artisans and Industrialization: Indian Weaving in Twentieth Century', Oxford University Press.
3. *Hossain, Hameeda. (1988), 'The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal, 1750-1813',Oxford University Press, Delhi.*
4. *Chari, Sharad. (2004),'Fraternal Capital: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globalization in Provincial India', Permanent Black, Delhi.*
5. Haynes, Douglas. E. (2012), 'Small Town Capitalism of Western India: Artisans, Merchants and The Making of The Informal Economy, 1870-1960', Cambridge University Press.

[35] ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৩৯৩৪০।

[36] ২০০১ সালে ১৯৮৮১ থেকে ২০১১ সালে কমে দাড়ায় ১৩২২৩।

6. চক্রবর্তী, শুভাশিস (২০১৪), 'বাংলার তাঁতশিল্প - নদীয়া জেলার একটি সমীক্ষা',সেতু প্রকাশনী।
7. *Basole, Amit. (2015),* 'Authenticity, Innovation, and the Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi Sari', The Journal of World Intellectual Property.
8. Annual Report of Textile Department of West Bengal, 2009-10 and Textile Policy of India and West Bengal, 2013-18.